তারিখ 16 Jun 2008
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

স্থান বাছাই কমিটির রিপোর্ট এখনো প্রধান উপদেষ্টার দফতরে পাঠানো হয়নি

নাছিম উল আলম

প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত স্থান বাছাই কমিটির রিপোর্ট এখনো প্রধান উপদেষ্টার দফতরে পাঠানো হয়নি। এ সংক্রান্ত গঠিত কমিটির সুপারিশমালা প্রাথমিকভাবে শিক্ষা উপদেষ্টা অনুমোদনের পর তার সার-সংক্ষেপ তৈরী করে পুনরায় তার কাছে দেয়া হয়েছে গত সপ্তাহে। কিন্তু নানাকাজে ব্যস্ত থাকায় এখনো তিনি সার-সংক্ষেপটি পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত অনুমোদন দেননি বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্রে বলা হয়েছে। আজকালের মধ্যেই শিক্ষা উপদেষ্টা সার-সংক্ষেপটি অনুমোদন করলে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়টি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রধান উপদেষ্টার দফতরে পাঠান হবে বলেও জানা গেছে। একই সাথে প্রস্তাবিত বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্থান বাছাই সংক্রান্ত প্রস্তাবটিও প্রধান উপদেষ্টার দফতরে পাঠান হচ্ছে বলেও জানিয়েছে একটি দায়িত্বশীল সূত্র। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঐ কমিটি কোন এলাকায় প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করছে সে ক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য মূলত নগরীর পশ্চিম প্রান্তের ডেফুলিয়াতে যে স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল, একটি স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় নানা খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তা পরিবর্তন করার কারণেই বরিশালবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিষয়টি বুঝতে পেরেই গত ৬ মার্চ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে ঐ কমিটি গঠনের কথা থাকলেও সে কমিটিতে মঞ্জুরি কমিশনের কোন সদস্যকে রাখা হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা প্রধানসহ যুগ্মসচিব ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলীকে নিয়ে গঠিত ঐ কমিটি গত ৩০ মার্চ বরিশাল সফরকালে ৫টি এলাকাকে চিহ্নিত করে স্থানীয় সুধী সমাজের সাথেও বৈঠক করেন। সে বৈঠকে সুধী সমাজের পক্ষ থেকে প্রায় সকলেই পূর্ব নির্ধারিত ডেফুলিয়াতেই প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী জানান হয়। উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে স্থানীয় সুধী সমাজের মতামতকেও বিবেচনায় আনার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩ সদস্যের ঐ কমিটি তাদের রিপোর্টে সুধী সমাজের মতামত তুলে ধরলেও তার ভিত্তিতে কোন সুপারিশ পেশ করেনি বলে জানা গেছে। ঐ কমিটি যে ৫টি স্থানকে তাদের বিবেচনায় এনেছে, তার মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত ডেফুলিয়া এলাকা ছাড়াও বরিশাল-ফরিদপুর-ঢাকা জাতীয় মহাসড়কের গড়িয়ারপাড়ের বিকেএসপি'র আঞ্চলিক কেন্দ্রের পাশের জমি, ঐ একই মহাসড়কের বাইপাস, বরিশাল-বানারিপাড়া-নেসারাবাদ সড়কের মাধবপাশা ও ওটিয়ার মধ্যবর্তী এলাকা এবং বরিশাল নদীবন্দরের অপর পাড়ের চরকাউয়া এলাকার দুটি স্থানও রয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু প্রতিটি এলাকার বিবেচনায় পূর্ব নির্ধারিত স্থানটি সবদিক থেকে সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হলেও কমিটি ঐ স্থানটির পক্ষে কোন সুপারিশ করেনি বলেও জানা গেছে। কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, তারা কোন এলাকার পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্য প্রতিবেদনে উপস্থাপন না করে কোথায় কি সুবিধা-অসুবিধা তাই শুধু উল্লেখ করেছেন। চলতি সপ্তাহেই শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির সার-সংক্ষেপ অনুমোদন করলে তা প্রধান উপদেষ্টার কাছে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের কথা রয়েছে। কমিটির সুপারিশে প্রস্তাবিত বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্থানের বিষয়েও দুটি এলাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে স্থানীয় সুধী সমাজের পক্ষ থেকে বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীতকরণের বিষয়টি কমিটির সুপারিশে স্থান পায়নি। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে নতুন করে বাড়তি কোন জমি হুকুমদখল ছাড়াই অন্তত অর্ধেক ব্যয়ে বরিশালে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা যেত বলে মনেও করছেন ওয়াকিবহাল মহল।